পরিশিষ্ট

(৩)

ভারতীয় পার্লামেণ্টে সংবর্ধনার উত্তরে মহারাজ

[মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে ১৯৭০ সালের ৬ই আগষ্ট দিল্লীতে পার্লামেণ্টে সংবর্ধনার উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ। মহারাজ তাঁর বক্তব্য বাংলা ভাষায়ই রেখেছিলেন। বাংলা ভাষণের ইংরেজী তর্জমা করেন লোকসভা সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী]

মিঃ স্পীকার, মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং বন্ধুগণ :

আমি অসুস্থ, হৃদরোগে ভুগছি, দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে পারি না, আপনারা আমাকে বসে বলবার অনুমতি দিন। প্রথমেই আমি প্রধান মন্ত্রীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর এবং আরও কয়েকজন বন্ধুর প্রচেষ্টায় আমি কিছু দিনের জন্য ভারতে আসবার সুযোগ পেয়েছি। ১৯০৭/৮ সন থেকে শুরু করে যে সব বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রে দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলাম, জীবনসন্ধ্যায় তাঁদের দেখবার বড়ই আকাঙ্খা ছিল। ভারতবর্ষে এসে সেইসব পুরোনো বন্ধু এবং সহযাত্রীদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। এমনকি দিল্লীতেও আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মী আছেন ; তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি খুবই খুশী হয়েছি।

১৯০৬ থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে আমি ছ'বার কারারুদ্ধ হয়েছি ভারতবর্ষে এবং বার্ম্মার বিভিন্ন কারাগারে। সর্ব্বসমেত ৩০ বছর কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম এবং ঐ কারাজীবনে ভারতের অনেকগুলি প্রাদেশীয় ভাষা শিখেছিলাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য, প্রায় সবগুলিই এখন ভুলে গেছি।

১৯১৫ সনে আন্দামান সেলুলার জেলে ছিলাম। তখন সেখানে একশ'জন রাজনৈতিক বন্দী কারারুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাভারকার ভ্রাতৃদ্বয়, গুরুমুখ সিং, জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, শের সিং ভাই পরমানন্দ এবং আরও অনেকে। বাঙ্গালী বিপ্লবীদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ লাহিড়ী, শচীন সান্যাল, বারীন ঘোষ, পুলিন দাস প্রমুখ। আন্দামানে থাকা কালে উর্দ্দু এবং গুরুমুখী শিখেছিলাম এবং সাভারকর ভাইদের কাছ থেকে শিখেছিলাম মারাঠী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব ভাষা এখন ভুলে গেছি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ এবং আরও অনেকের সাথে ১৯২৫।২৬ সনে মান্দালয় জেলে দিন কাটিয়েছি। সে সময় ব্রহ্ম-ভাষা শিখেছিলাম, তাও এখন ভুলে গেছি। ১৯৩০ সনে কেরেলার কেনানুর জেলে ছিলাম; সহবন্দী ছিলেন এ. কে. গোপালন, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, কৃষ্ণ পিল্লাই, গোবিন্দন নায়ার, সদাশিব রাও, মাধব মেনন প্রমুখ; তখন 'মালয়ালাম' শিখেছিলাম,—এখন তাও ভুলে গেছি। ১৯৩২ সনে আমাকে ভেলোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন সে জেলে ছিলেন প্রফেসর এন. জি. রঙ্গ, বার্পিনেদি নারায়ণ মেনন এবং মোপলা-বিদ্রোহের বন্দী আরও অনেকে। সেখানেও আরও ২।১টি ভাষা শিখেছিলায়; এখন ভুলে গেছি। হিন্দীও শিখেছিলাম, কিন্তু আমি স্বীকার করি তাও আমি ভুলে গেছি। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ পূর্ব্বপাকিস্তানে আছি, সেখানে হিন্দীতে কেউ কথাবার্ত্তা বড় একটা বলে না, আমারও চর্চ্চা নেই, ফলে হিন্দীও ভুলে গেছি।

নোয়াখালী দাঙ্গার পর—বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের পর—মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের সাথে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথে গঠনমূলক কাজ শুরু করি। দেশ-বিভাগের পর কিছুকাল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দাঙ্গা, মারপিট দেশে চলতে থাকে। আমি স্থির করলাম আমি পাকিস্তান ছাড়ব না; সেখানে দেশবাসী

পাশে দাঁড়াব এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পাকিস্তানেই বসবাস করব।

বন্ধুগণ, আমি আনন্দের সাথে আপনাদের জানাচ্ছি যে এককালে, —বিশেষতঃ দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পরে পাকিস্তানে মুসলমানদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং বিদ্বেষের ভাব বর্ত্তমান ছিল অনেক বছর কেটে যাবার পর, তা এখন আর নেই। পাকিস্তানেও বর্ত্তমান ইয়ং জেনারেশন, বিশেষতঃ ছাত্র এবং যুবকদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব নেই। আজকাল সেখানে সাধারণ মানুষ, মুসলমান নওজোয়ান সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব থেকে মুক্ত। পাকিস্তানে একটা নূতন জাগরণের হাওয়া বইছে। পাকিস্তানের তরুণরা কে মুসলমান, কে হিন্দু, সেকথা ভাবে না। তাদের মনে একটা নতুন জাতীয়তা বোধ জাগছে। তাদের শ্লোগান—"বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা—বাংলা দীর্ঘজীবী হোক।" এই চিন্তাধারা সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বর্ত্তমান। পাকিস্তানের জনতা নতুন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন শ্লোগান দিচ্ছে। বিশেষ করে পূর্ব্বপাকিস্তানের জনতা চায় ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, 'full autonomy' এবং সমাজতন্ত্র-বাদের প্রতিষ্ঠা।

পাকিস্তানের আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পাকিস্তানের সাধারণ নির্ব্বাচনের ওপর পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ এমন কি জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করছে। বিশেষতঃ এই নির্ব্বাচনে যারা জয়ী হবে তারাই করবে সরকার গঠন আর সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানও পরিবর্ত্তন করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রগতিশীল দলই জয়লাভ করবে এবং সংবিধানকে গণতান্ত্রিক আদর্শে রূপায়িত করবে। আর এক কথা এই যে, প্রগতিশীল দল যদি ক্ষমতায় আসে তবে পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী ও অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চয় করবে।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের দাবী হচ্ছে একটি পূর্ণ

গণতান্ত্রিক ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যদি সেখানে সত্যিকার ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার স্থির নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হয় তা হলে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আর বাস্তুত্যাগ করবে না এবং পাকিস্তানকেই নিজেদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে করে সেখানেই নিশ্চিন্তে বসবাস করবে।

বন্ধুগণ, আমি পাকিস্তানে বাস করি এবং একজন পাকিস্তানী নাগরিকও বটে। পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসে আমি তাদের যতটুকু জেনেছি ও বুঝেছি তাতে করে এইটুকু আপনাদের আমি জোর দিয়েই বলতে পারি যে, পাকিস্তানের জনগণ এখন আর ভারতবিরোধী নয়। তারা সত্যি সত্যি ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবে বসবাস করতে চায়। আমি ভারতে এসে বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোকের সঙ্গে আলাপ আলোচনান্তে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, ভারতীয়রাও পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব পোষণ করে না এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুভাবেই বসবাস করতে চায়।

উভয় দেশের মানুষই পরস্পর মিত্রভাবে বসবাস করতে চায়, অথচ তা কার্য্যতঃ হচ্ছে না। এর কারণ কি? হতে পারে উভয় দেশের নেতৃবৃন্দ এবং রাজনীতিকদের এই ব্যাপারে কোথাও কিছু একটা অসুবিধা আছে। তবুও তাদের মিলিতভাবে এবিষয়ে সমাধানে আসতে হবে।

আমার বিশ্বাস এই দুই দেশের মধ্যে যে মিত্রতার বন্ধন স্থাপিত হচ্ছে না, তার মূলে কাজ করছে বৈদেশিক শক্তি—যেহেতু এই দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে কোনো কোনো বৈদেশিক শক্তির কাছে তা অসুবিধার কারণ হয়ে উঠতে পারে।

যদি উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় তবে দেশ রক্ষা ব্যাপারে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় সেই অর্থ শিল্পোন্নয়নে ও অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনে ব্যয়িত হতে পারে এবং তা যদি হয় তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান

বৈষয়িক উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এবং বিশ্বের দরবারে তাদের যথোপযুক্ত স্থান করে নেবে। কেবল তাই নয়, উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে কাশ্মীর সমস্যা, ফরাক্কা সমস্যা কোনো সমস্যা বলেই মনে হবে না। সব কিছুর তখন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে এবং কাশ্মীর রক্ষার ব্যাপারে যে অর্থ ব্যয় হয়—তা অন্যান্য গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হতে পারবে। উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হলে ফরাক্কা দিয়ে পাকিস্তানের যতটা জল প্রয়োজন ভারতবর্ষ তা তাকে দেবে। ভারতবর্ষ উত্তরবঙ্গকে মরুভূমিতে পরিণত করতে কখনই চায় না; বরং ভারতের স্বার্থে উত্তরবঙ্গকে শস্য ভাণ্ডারে পরিণত করবে এবং তা দ্বারা ভারতবর্ষও যথেষ্ট উপকৃত হবে।

সমগ্র ভারতে আমার বন্ধুবান্ধব এবং নেতৃবৃন্দ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা পাক-ভারত মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হউন। এটা মনে রাখবেন যে, উভয় দেশের মধ্যে এই মৈত্রীর বন্ধন এবং মধুর সম্পর্ক সকলের স্বার্থেই প্রয়োজন। বন্ধুগণ, আমি কিছুটা দুঃখের সঙ্গেই আর একটা ব্যাপারে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র—এখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কেন ঘটবে? ভারতে যখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অত্যন্ত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায়; মেয়েরা বিনিদ্র রজনী যাপন করে। পাকিস্তান ঐস্লামিক রাষ্ট্র, সেখানে আমাদের সমানাধিকার নেই। তৎসত্ত্বেও আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানকে মাতৃভূমি বলেই মনে করি। ভারতবর্ষে সাত কোটি মুসলমান। ভারতে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন তাদের একথা জানা উচিত যে, তারা এই সাত কোটি মুসলমানকে ধ্বংস করতে পারবে না। আর যদিও বা তারা এস্থান ত্যাগ করে তবে ভারতবর্ষ দুর্বলই হইবে।

আমার মুসলমান বন্ধুরা বলেন যে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র;

কাজেই তারা এখানে সংখ্যালঘু নয়। পাকিস্তানে হিন্দুরা সত্যি সত্যি সংখ্যালঘু যেহেতু পাকিস্তান ঐশ্লামিক রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করে। এখানে তাঁরা গভর্ণর, জজ বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হতে পারেন, এমন কি গণতান্ত্রিক ভারতের প্রেসিডেন্টও হতে পারেন। কিন্তু পাকিস্তানে আমরা এরকমটাকল্পনাও করতে পারি না।

আমি ভারতীয় মুসলমানদের বলবো তাঁরা যেন তাঁদের সত্যিকারের ভারতীয় বলে মনে করেন, ভারতবর্ষকে যেন তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমি বলে মনে করেন, কারণ তাঁদের সকল স্বার্থ, সকল শুভাশুভ ভারতের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। আমরা পাকিস্তানী। আমরা চাই পাকিস্তান বড় হোক। আমরা পাকিস্তানে ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই এবং পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছি। পাকিস্তান যদি বড় হয় তবে আমরাও বড় হবো এবং আমরা আমাদের পাকিস্তানী বলে ঘোষণা করতে গর্ব্ববোধ করব। (হর্ষধ্বনি)

আজ যদিও আমি পাকিস্তানী নাগরিক কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশের অধীন ছিল তখন ইন্দো-পাক মিলিত এই অখণ্ড মহাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমিও সংগ্রাম করেছি। আজ দেশ স্বাধীন— একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী হিসাবে আমি আজকের ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়কে এর জন্য গর্ব্ববোধ কারতে বলবো। আমি মনে করি এ উপদেশ দেওয়ার অধিকার আমার আছে। কারণ আজ তারা যে স্বাধীনতা উপভোগ করছে সে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমি একজন। উভয় দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছে আমি এই আবেদন রাখবো তারা যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সংগ্রাম করে অনগ্রসতার বিরুদ্ধে এবং সর্ব্বোপরি চেষ্টা করে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে, যাতে করে তাদের মাতৃভূমি জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে।